ডঃ আহমদ শরীফের শতক বীক্ষন

ভজন সরকার

(এই রচনাটি ডঃ আহমদ শরীফের ৭৯ তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ৫ই ফেব্রয়ারী ,১৯৯৯ তারিখে ‘ উন্মেষ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ ’’-এর সাহিত্য আসরে পঠিত হয় । এটা মূলত তার জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ বই ‘‘ বিশ শতকে বাংগালী- বিহগদৃষ্টিতে তাদের রূপ-স্বরূপ ’’-এর আলোচনা প্রবন্ধ) ।

আহমদ শরীফ সাহিত্য গবেষনা ও চিন্তা-চেতনা জগতের এক বিরল প্রতিভা, ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। দ্রোহ ও দাহের, মনন ও মেধার, সত্য ও সাহসের কার্পণ্যহীন উচচকণ্ঠ এ দোর্দন্ড প্রতাপশালী মানুষটি তাঁর আশি ছুঁই ছুঁই বার্ধক্যকে শানিতযুক্তির ধারালো অস্ত্রে আড়াল করে নিমিষেই হয়ে যান ত্রিশ পূর্বাপর যুবার অনুপ্রেরণা । ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে প্রখর যুক্তি নির্ভরতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষনাত্মক উদারনৈতিক চিন্তার বলয়ে আবদ্ধ করে যখন বিশ শতকের বাংগালীর স্বরূপ সন্ধানে সচেষ্ঠ হন, তখন তা হয়ে ওঠে প্রগতিশীল মুক্ত মানুষের আত্মদর্পন ।

১৯২১ সালে জন্মগ্রহন করে পুরো শতাব্দীর বাংগালী জীবনের স্বরূপ অন্বেষায় ব্যক্তিগত উপলব্ধির যে ঘাটতি- তা আহমদ শরীফ সৌভাগ্যবশতঃ পারিবারিক ঐতিহ্য ও পরবর্তীতে ঈর্ষণীয় জ্ঞানপিপাসা ও সুক্ষ্ন অথচ উচচমার্গীয় বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ দর্শণ এবং মুক্ত চিন্তার আলোকে কাটিয়ে উঠেছেন । আর এক্ষেত্রে তাঁর নিজের উদ্ধৃতি :

‘‘ আস্তিক ও স ংসারী মানুষের উদারতা একটা সংকীর্ণ পরিসরেই থাকে সীমিত, মুক্ত চেতনা-চিন্তাচালিত হতে পারে না কোন আস্তিক মানুষই ’’- (পৃষ্ঠা-১৬) ।

সংকীর্ণতার এ বিভীষিকাময় আত্মপীড়ণ ও যুক্তিহীন কূপমন্ডুকতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন বলেই আহমদ শরীফ ঐতিহ্য ও আবহমান সংস্কারকে বিচার বিশ্লেষন করে হয়ে উঠেন কালোচিত চেতনা-চিন্তার ধারক ও বাহক ।

বিশ শতকের শেষ বর্ষে দ াঁড়িয়ে অতীতের ফেলে আসা শতবর্ষীয় সেলুলয়েডে আলোকপ্রক্ষেপন করলেও আলোকের সহজাত ধর্মে দূর-অতীত অস্পষ্ট ও প্রায় অনুদ্ধারিতইথেকে যায় । এমনি জটিলতর বাস্তবতায় গ্রন্থের বিষয়বস্তটির ব্যাপকতা এবং শেকড় যখন হাজার বর্ষীয় প্রাচীন এবং ঐতিহ্যঋদ্ধ তখন আহমদ শরীফের প্রবাদ প্রতীম মধ্যযুগের জ্ঞান ও গবেষনা অতীতের সাথে বিশ শতকের সেতুবন্ধন রচনা করে সমগ্র বিষয়টিকে শেকড় সন্ধানী ও অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সাযুজ্যময় আত্মবীক্ষনে রূপান্তর করে । আর এজন্যই বিশ শতকের বাংগালীর রূপ-স্বরূপ অন্বেষনে ১২০১-৪ সনে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও তদউদ্ভুত সমস্যা ও সামাজিক পরিবর্তনের গোড়া থেকেইআহমদ শরীফ বাংগালীর চেতনা-অন্বেষনে র সূত্র খুঁজতে আরম্ভ করেছেন ।

এ পর্যায়ে, একে একে তুর্কী-মোঘল, রাজা-জমিদার ও ইংরেজ আধিপত্যবাদ কর্তৃক স্বীয় স্বার্থানুসারে ধর্মে-বর্ণে আভিজাত্যে-ক্ষমতায়-শিক্ষা-সংস্কৃতি-পেশা-বৃত্তি সবক্ষেত্রে ভিন্নতর শ্রেনীগত বিভেদ সৃষ্টি করে সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ শতকের প্রারম্ভে বাংগালী সমাজকে স্পষ্টতই ‘‘ বঙ্গ ভঙ্গ ’’ প্রস্তাবের মত একটি দ্বিজাতিতত্ত্বীয় দ্রোহের প্রস্তুতি গ্রহন করাতে সক্ষ্ম হয় । পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের দুইরাষ্ট্রের জন্মের বীজ রোপন এবং ফলশ্রুতিতে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ঘটায় ।
প্র সংগত বিশ শতকের পূর্বে বাংগালী হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রসংগে আহমদ শরীফ যে কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

‘‘ শহরে দাঙ্গা বাধেনি মুসলিমরা প্রভু বলে , গ াঁয়ে দাঙ্গা বাধেনি মুসলিমরা হিন্দুর আশ্রিত হিন্দু-নির্ভর শাসনের পাত্র বলে ’’-(পৃষ্ঠা-৯) ।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও ব্রিটিশ শাসনের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে আহমদ শরীফ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শাস্ত্র ও বিধান প্রসংগে বলেছেন-

‘‘ হিন্দুমাত্রই জাতিগত ভাবে মুসলিমের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ন আর মুসলিম মাত্রই জাতিগত ভাবে হিন্দুবিদ্বেষী । তবে ব্যক্তিগত কামে-প্রেমে-বন্ধুত্বে এবং জীবিকাক্ষেত্রে অথোর্পাজর্ণ লক্ষ্যে সাদা-কালো ব্যবসায়ে চোরাচালানে-পাচারে কেউ কখনো জাতজন্ম বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-ভাষা পেশা মেনে চলে না । তেমনি জাতজন্মের -ধর্মের-ভাষার পার্থক্যের কথাও মনে রাখে না কেউ উকিল-ডাক্তার নির্বাচনে ও নিয়োগে ’’ - (পৃষ্ঠা-১৬) ।

যদিও দাঙ্গার কারণকে অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন , ইসলামে দীক্ষাদান এবং নারী-বিয়ে হিসেবেই তিনি প্রধানতঃ চিহ্নিত করেছেন । তবুও বিশ শতকে বিজ্ঞানের বদৌলতে জীবন-যাপন পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন সত্বেও যখন বাংগালী গৌত্রিক দ্বেষদ্বন্দ্বের বাহুল্যে হাবুডুবু খায়, যখন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় প্রায় দশলক্ষাধিক বাংগালী বিশ শতকেই নিহত হয়, তখন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিশ্বাস বাংগালী জীবনে আলোকময়তার পরিবর্তে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতের ঈঙ্গিতময়তাকেই স্পষ্ট করে তোলে । আর জাতি সত্ত্বার অনুভব, জাতিসত্ত্বার উপলব্ধি এবং জাতীয়তাবোধে প্রবুদ্ধ বাংগালীর সংখ্যা ও তাদের আত্ম-উৎকর্ষতা বিশ্লেষণে ডঃ আহমদ শরীফ ভিন্ন মাত্রিকতার অবতারনা করেন । তাই বিশ শতকের উৎকর্ষতা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন তার পেছনে মুক্তবুদ্ধির নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়বাদী ও যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের অবদানকে আহমদ শরীফও অকুণ্ঠে স্বীকার করেন । সাথে সাথে স্বীকার করেন-

‘‘প্রশাসনিক প্রয়োজনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ভারতীয় ভাষা শেখানোর চর্চা শুরু হয় । স্বীকার করতেই হবে কলকাতায় বাংগালী প্রত্যক্ষভাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভাষা-চর্চায় উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হয়েই বাংলা গদ্য চর্চা শুরু করেন । —— মাত্র তেত্রিশ বছরের মধ্যেই বাংলা গদ্যরীতির উন্মেষ, বিকাশ ও চরমোৎকর্ষ সম্ভব হয় ’’ — (পৃষ্ঠা-১৫) ।

লক্ষনীয় এই যে, আহমদ শরীফের মাত্র চার ফর্মার অর্থ্যাৎ ৬৪ পৃষ্টার ক্ষুদ্র কলেবরের এই গ্রন্থটিতে ৪০ পৃষ্ঠা জুড়েই বিশ শতকের বাংগালীর উদ্ভব ও বিকাশের ধারাবাহিকতায় ধর্মীয় , সামাজিক,সাংস্কৃতিক,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ক্রমানুসারে বিশ্লিষ্ট হয়েছে এক প্রতিবাদী বহির্বৃত্তীয় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধার নির্মোহ বাস্তব দৃষ্টিভংগির সায়কে ।

আহমদ শরীফের বক্তব্য-বিশ্লেষণ ভিন্নমাত্রিকতা সত্ত্বেও আলাদা মাত্রা পায় এজন্য যে, তিনি যা বলেন সাহসের সাথে বলেন । রাজনৈতিক সুবিধাবাদ কিংবা সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য নয় বরং পান্ডিত্যের ঔদ্ধত্য নিয়েই অবিনীতভাবে বলেন । কারণ তাঁর মতেঃ

‘‘ উদ্ধত মানুষ সহজে চরিত্রহীন হতে পারে না। আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন না হলে কেউ উদ্ধত হতে পারে না । কৃত্রিম বিনয়ে অনেকেই বিনীত । বিনীত মানুষেরা সুবিধাবাদী হয় । ’’ (সাক্ষাৎকার, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৫ ফেব্রুয়ারী,১৯৮৫)

আহমদ শরীফের বিশ শতকে বাংগালীর স্বরূপ-অন্বেষণ সে অর্থে নির্মোহ দূর্বিনীত অক্ষ থেকে প্রক্ষিপ্ত আলোক রশ্মি । বিশ শতকের প্রথম থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম লাভ পর্যন্ত প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শতাব্দীকাল বাংগালী হিন্দু-মুসলমান বিশেষত মুসলমানের আত্মজিজ্ঞাসা-আত্ম-উৎকর্ষতা - স্বার্থচেতনা এবং সংস্কার বিশ্বাসের দ্বন্ধ আহমদ শরীফ নিঁখুতভাবে তুলে ধরেছেন । তাই শুধু নামে ও পোশাকে মুসলমান গুজরাটি আগাখান সম্প্রদায়ের লোক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হয়ে ওঠেন মুসলিম তরীর কান্ডারী। উর্দুভাষী সোহরাওয়ার্দী হয়ে ওঠেন বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের নেতা । বাংলার নেতা এ,কে ফজলুল হকও উর্দুকে ঘরোয়া ভাষা করেন - আর ফলশ্রুতিতে তাঁর প্রথম পক্ষের তিন মেয়ে কাউকে বাংলা শিখতে এবং শেখাতে হয় না । অথচ এদের প্রনোদনাতেই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে রোপিত বীজ থেকেই নাকি বাংলাদেশের জন্ম লাভ? আহমদ

শরীফের এ তীর্যক পর্যবেক্ষন অতুলনীয় এবং কালের সাহসী উচ্চারণ । ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ইতিহাস-বীক্ষনে মাইলষ্টোন হয়ে থকবে ।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনীতিকদের সম্বন্ধে আহমদ শরীফের পর্যবেক্ষন :

‘‘ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমাদের একজন স্বল্পশিক্ষিত, কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ব্যক্তি—— তিনি আন্দোলনের সাময়িক ও মৌসুমী বিষয় ও সময় রাতের মোরগের সময় জানার মতই বন্ধ ঘরে বসেই জানতে পারতেন । তিনিই মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ।
১৯৭২ সনে আওয়ামী লীগের দলপতি বংগবন্ধু ও জাতির পিতার মর্যাদা ও পরিচিতি নিয়ে বিনা শর্তে মুক্তি পেয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতি হলেন । একটা সেক্যুলার সংবিধান তৈরী হল । কিন্তু মানা হল না, হল বাকশাল । এতো জনপ্রিয়তা বা সার্বজনীন স্বীকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে কেউ ক্বচিৎ রাষ্ট্রপতি হয়েছেন । কিন্তু তা সত্বেও তিনি তাঁর অনুরাগীদের সংযত, অনুগত ও অনুগামী রাখতে ব্যর্থ হলেন । তারই ঘনিষ্ঠ সহযোগী খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ বিদেশীর পরামর্শে ও মদদে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করিয়ে রাষ্ট্রপতি হলেন । —- এতবড় বিশ্বাসঘাতক ইসলাম-পসন্দ হন্ত্যাকে এভাবে সসম্মানে বিদায় দেন যারা- সেই জিয়া ও তাহের তা হলে কোন বিদেশী শক্তির তাঁবেদার ছিলেন। এ সন্ধিৎসা কি অসংগত ?’’ — (পৃষ্ঠা-৩৮)

কর্নেল তাহের সম্বন্ধে ডঃ আহমদ শরীফের এ মনতব্য তাৎপর্যপূর্ণ এবং তাঁর পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসার সুস্পষ্ট প্রমান । কেননা তিনিই ‘‘ তাহের স্মৃতি সংসদের ’’ প্রথম সভাপতি ।

বিশ শতকের রাজনৈতিক ঘটনার বর্ণনায় ডঃ আহমদ শরীফ ‘‘ বঙ্গা ভঙ্গা ’’, অনুশীলন সমিতি,যুগান্তর পত্রিকা,চট্রগ্রামের অস্ত্রাগার লুন্ঠনসহ প্রীতিলতা,কল্পনা দত্ত, বিনয়-বাদল-দীনেশসহ স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গীকৃত বীর সেনানীদের স্মরণ করেছেন । কিন্তু মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব সত্বেও প্রতিটি ঘটনাক্রমকে একজন কুশলীর দক্ষতায় ব্যবচ্ছেদ করে ঘটনার অন্ত্রারালে প্রবেশের চেষ্টা অনেক সময় পাঠককে দ্বিমাত্রিক ভাবনায় নিপতিত করে । আর তাই কমুনিষ্ট আন্দোলন, ব্রিটিশ ছাড়ো আন্দোলন,স্বদেশী আন্দোলন,ভাষা আন্দোলন , এমনকি ৭১’এর স্বাধীনতা যুদ্ধের মত ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা বর্তমান অবস্থার নিরিখে এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তার আলোকেই নেতিবাচকতায় বিবৃত করেন ।
যদিও চারু মজুমদারের ‘‘ নকশাল ’’ ভাবাপন্ন বিপ্লবকে বোধে ও উপলব্ধিতে প্রশ্রয় দান করে ‘‘ নিম কমুনিষ্ট ’’-দের বিবৃতিনিপুন বর্তমান অবস্থায় আস্থা রাখতে পারেন নি ডঃ শরীফ । তবুও আশার সলতে তিনিই জ্বালিয়ে রেখেছেন এভাবে—

‘‘ মার্ক্সবাদের রূপায়নেই মানবিক সমস্যার অবিকল্প সমাধান নিহিত — এ গাঢ় গভীর বিশ্বাস আজো অনেক মুক্ত চিন্তা চেতনার লোকের মানসসম্পদ হিসেবে পুঁজি ও পাথেয় হয়ে রয়েছে সুখের-সাধের,কাঙ্খার,আশার ও আশ্বাসের ’’- (পৃষ্ঠা ৩০) ।

একজন আত্ম-প্রত্যয়ী ও যুক্তিবাদী মানুষের নান্দনিক শতাব্দী অভীক্ষা যেমন নিষ্ঠুর সময়ের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা, তেমনি আগামী শতক নির্মাণে ভবিষ্যত প্রজন্মের মনন ও মেধাকে সঠিক অথচ দ্বান্দ্বিক জীবন যাপনে অভ্যস্থ করে তুলবে ।

সাবলীল বাক্যবিন্যাস,আড়ম্বরহীন ভাষারীতি,সমাসবদ্ধ শব্দবিন্যাস, অব্যয়গঠিত ধারালো শব্দ প্রয়োগ ডঃ আহমদ শরীফের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য । আর এ সব নিয়েই ‘‘ বিশ শতকে বাংগালী- বিহগদৃষ্টিতে তাদের রূপ-স্বরূপ ’’ গ্রন্থটি শতাব্দী বীক্ষণে সহায়ক এক অমূল্য সম্পদ ।
ভজন সরকার কানাডা প্রবাসী কবি,লেখক ও কলামিষ্ট । sarkerbk@yahoo.com